বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

বায়না নামা পত্র

মোট জমির পরিমান : ৬.৫০শতাংশ

জমির রকম : ৪ শতাংশ পুকুর ও ২.৫০ শতাংশ পুকুর পাড়

মোট মূল্য : ৬,৫০,০০০ টাকা মাত্র

বায়নার পরিমান : ২,০০,০০০ টাকা মাত্র

অবশিষ্ট টাকার পরিমান : ৬,৫০,০০০ টাকা মাত্র

মৌজা : নরোত্তমপুর

ইউনিয়ন : নরোত্তমপুর

উপজেলা : দাগনভূঁইয়া

জেলা : ফেনী

সাব-রেজিষ্ট্রী অফিস : দাগন ভূঁইয়া

মোহাম্মদ আবু কাশেম, পিতা - মরহুম রফিকুল ইসলাম, মাতা রৌশনারা বেগম, সাকিন- - উত্তর মাছিমপুর, ডাকঘর - কে, ডি, হাট, উপজেলা দাগন ভূঁইয়া, জেলা ফেনী, ধর্ম - - ইসলাম, পেশা - চাকুরী, জাতীয়তা - বাংলাদেশী।

----------বায়নানামা পত্র গ্রহীতা।

সাকিব হোসেন, পিতা -মোহাম্মদ নুরুল হক, মাতা - জোহরা বেগম, সাকিন- নরোত্তমপুর, পোঃ- কে.ডি.হাট, উপজেলা - দাগন ভূঁইয়া, জেলা- ফেনী, ধর্ম- ইসলাম, পেশা - চাকুরী, জাতীয়তা - বাংলাদেশী।

---------- বায়নানামা পত্র দাতা।

পরম করুনাময় মহান আল্লাহর নাম স্মরণ করিয়া স্থাবর সম্পত্তি ছাপ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অত্র বায়না দলিলের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিতেছি যে, নিম্নে বর্ণিত তফশিলের সম্পত্তি উত্তর মাছিমপুর মৌজার মোহাম্মদ আনছার উদ্দিন ও মোহাম্মদ আকতারুজ্জামানের রায়তী স্বত্বীয় খাস দখলীয় সম্পত্তি ছিল। তৎ প্রমানে তাহাদের নামে, সি, এস, খতিয়ান শুদ্ধ রূপে চুড়ান্ত প্রচারিত হয় ও আছে। এতদস্বত্বে তাহারা খাসে ভোগদখলে থাকাবস্থায় মৃত্যুবরণ করিলে মোঃ আনছার উদ্দিনের ২ পুত্র শফিকুর রহমান ও বেলায়েত হোসেন এবং ১ কন্যা খোদেজা বেগম এবং মোহাম্মদ আকতারুজ্জামানের ১ পুত্র আবুল হাশেম কে ওয়ারিশ রাখিয়া যান। নিম্ন তফশিলের সম্পত্তি তাহারা পৈত্রিক ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া খাসে ভোগদখলে থাকাবস্থায় মোহাম্মদ আনছার উদ্দিনের ১ম পুত্র শফিকুর রহমানের নগদ টাকার বৈধ প্রয়োজনে বিগত ২৫/০৫/১৯৭৪ ইংরেজী তারিখে দাগনভূঁইয়া সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২৫৫৮ নং ছাপ কবলা দলিল মূলে এবং মোহাম্মদ আকতারুজ্জামানের পুত্র মোহাম্মদ আবুল হাশেম বিগত ১৮/০৩/১৯৭৬ ইং তারিখে উল্লেখিত সাবরেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২৮৫৫ নং ছাপ কবলা দলিল মূলে হাজী নুরুল হুদার পুত্র ছিদ্দিক আহম্মদ এর বরাবরে উচিত মূল্যে ছাফ বিক্রি করিয়া দখল হস্তান্তর করেন। উক্ত ছিদ্দিক আহম্মদ এর নগদ টাকার বৈধ প্রয়োজন হওয়ায় বিগত ২৯/১২/১৯৯৫ ইংরেজী তারিখে দাগনভূঁইয়া সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসের ৩৫১২ নং ছাপ

কবলা দলিল মূলে আমি উক্তি বায়না নামাপত্র দাতার বরাবরে ছাপ বিক্রি করিয়া চিরতরে নিঃস্বত্ববান ও দখলচ্যুত হন। আমি উক্ত বায়না নামাপত্র দাতা এতদস্বতে স্বত্ববান হইয়া এ যাবৎকাল সকলের জ্ঞাত সারে নিষ্কন্টক অবস্থায় পরম সুখে খাসে ভোগ দখলে স্থিত আছি। এখন আমার নগদ টাকার বৈধ প্রয়োজন হওয়ায় নিম্ন তফসিলের বর্ণিত সম্পত্তি ছাপ বিক্রি করিবার প্রস্ত াব করিলে আপনি উক্ত বায়না নামা পত্র গ্রহীতা তাহা উচিৎ মূল্যে খরিদ করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় উভয়ের আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তির মূল্য ৬,৫০,০০০ (ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মাত্র ধার্য্য করতঃ উক্ত ধার্য্যকৃত মূল্যের আন্দর অদ্য হাজিরান মজলিশে বায়না স্বরূপ ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা মাত্র আপনি বায়না নামা পত্র গ্রহীতার নিকট হইতে আমি বায়না নামা পত্র দাতা নিজ হস্তে নগদে গুনিয়া, বুঝিয়া, পাইয়া ও লইয়া এই মর্মে অঙ্গিকার ও ঘোষণা করিতেছি যে, আমি অত্র বায়না নামা পত্র দাতার নিজ নামে নামজারি বা জমা ভাগ খতিয়ান সৃজন করিয়া খাজনার দাখিলা প্রাপ্ত হইয়া অদ্য হইতে আগামী (০৬) ছয় মাসের মধ্যে বায়নার প্রদত্ত টাকা বাদে অবশিষ্ট ৪,৫০,০০০ (চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা আপনি বায়না নামা পত্র গ্রহীতার নিকট হইতে আমি বায়না নামা পত্র দাতা নিজ হস্তে নগদ গ্রহণে গুনিয়া বুঝিয়া পাইয়া ও লইয়া আপনি বায়না নামা পত্র গ্রহীতার বরাবরে ছাফ কবলা দলিল সম্পাদনে রেজিষ্ট্রী করিয়া দিব এবং দিতে বাধ্য থাকিব। উক্ত মেয়াদের মধ্যে ছাফকবলা দলিল সম্পাদনে রেজিষ্ট্রী করিয়া না দিলে আপনি বায়না নামা পত্র গ্রহীতা আমি বায়না নামা পত্র দাতার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক তফসিলোক্ত সম্পত্তি রেজিষ্ট্রী লইতে পারিবেন। বায়নাকৃত সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দায়, নির্দোষ ও নিস্কন্টক বটে। তাহা ইতি পূর্বে অন্য কাহারো নিকট কোন প্রকার দায় সৃজন কিংবা স্থানান্তর অথবা কোন অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানের নিকট বন্ধক রাখিয়া

কোন প্রকার ঋণ গ্রহণ করি নাই । ঐরূপ কিছু প্রমানে বায়নাকৃত টাকার যাবতীয় খরচাদি সহ যুগ উপযোগী ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিব। এই করারে স্বজ্ঞানে সরল মনে কাহারো বিনা প্ররোচনায় আমি অত্র বায়নানামা দাতা বায়নানামা দলিল পাঠ করিয়া ও করাইয়া ইহার সকল মর্ম অবগত হইয়ানিজ হস্তে নিম্ন লিখিত স্বাক্ষিগণের সাক্ষাতে অত্র বায়না নামা দলিলে নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া বায়না নামা দলিল সম্পাদন করিয়া দিলাম।

----------ইতি সন ১৫/১১/২০০৯ ইংরেজী।

বায়নাকৃত সম্পত্তির তফসিল

উত্তর মাছিমপুর মৌজার ১নং সিন্দুরপুর ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা দাগন ভূঁইয়া, জেলা ফেনী এলাকাধীন দাগনভূঁইয়া সাব-রেজিষ্ট্রী অফিস, মহাল ২১২৮ নং তৌজির মালিক বাংলাদেশ সরকার অধিনে সহকারী কমিশনার (ভূমি) দাগনভূঁইয়া এর অন্ত রগত সি.এস.জরিপের ২৭২ নং খতিয়ানের সি.এস.৪৫৩৮ (চার হাজার পাঁচশত আটত্রিশ) দাগের আন্দর ৪ (চার) শতাংশ পুকুর তৎসামিল বি.এস.৫৩৮ নং খতিয়ানের বি.এস. ২১৩৬ (দুই হাজার একশত ছয়ত্রিশ দাগ। সি.এস. ৭৩৪ নং খতিয়ানের সি.এস. ৭৩২ (সাত শত বত্রিশ দাগের আন্দর ২ $\frac{১}{২}$ (দুই সমস্ত দুই ভাগের এক শতাংশ) পুকুর পাড় (যাহা দখল করিবেন পুকুর পাড়ের উত্তর পূর্ব কোণে) তৎ সামিল বি.এস.৮৭৩৫ (আট হাজার সাতশ পয়ত্রিশ) দাগ পুকুর ও পুকুরপাড়া বায়নাকৃত বটে।

মুসাবিধাকারকঃ

মোঃ নুরুল আবছার
পিতা : মরহুম ফেয়ার আহমদ গ্রাম
ডাকঘর : নরোত্তমপুর
থানা: দাগনভূঁইয়া
সনদ নং - ১৫/০৮ ইংরেজী দাগনভূঁইয়া সাব-রেজিষ্ট্রী ।
জিলা: ফেনী ।
সাক্ষিগণের স্বাক্ষর –
১।

২।

৩।